পীরগঞ্জের এক সফল কাহিনি

এই গ্রামের প্রায় সকলেই মৎস্যজীবী। যাঁরা অনেক লড়াই ও মেহনতের পর গড়ে তুলেছেন এক ধীবর সমবায় সমিতি। এই সমিতি গড়ে তুলেছে স্কুল। তৈরি করেছে পুষ্টি-বাগানসহ আরও অনেক কিছু।

মালদহের একটি ছোট গ্রাম পীরগঞ্জ। এই গ্রামের প্রায় সকলেই মৎস্যজীবী। যাঁরা অনেক লড়াই ও মেহনতের পর গড়ে তুলেছেন এক ধীবর সমবায় সমিতি। এই সমিতি কেবল মৎস্যজীবীদের সুবিধা-অসুবিধার কথাই ভাবে না। ফলে তারা গড়ে তুলেছে— স্কুল, তৈরি করেছে পুষ্টি-বাগানসহ আরও কত কী! শোনা যাক সেই সংগ্রামের কথা।

পীরগঞ্জ। গল্পের মূল শুরু এখানে, আবার তার এগিয়ে চলাও এখানে। গ্রাম এবং পোস্ট— পীরগঞ্জ, ব্লক-দুই নম্বর বধুয়া, জেলা মালদহ। পূর্বে মহানন্দা, উত্তরে মরা মহানন্দা। ছোট এলাকা। মিশ্র জনজাতি। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। জনজাতির মধ্যে ধীবরের প্রাধান্যই বেশি। আমাদের খোঁজ, তাঁদের বেঁচে থাকার গল্পের ইতিহাসে, তাদের সুখ-দুঃখের গল্পে। 'সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়ন পরিষদে'র কর্মী কানাই মণ্ডলের কাছে এই গল্প শোনা। পীরগঞ্জ অনেক পুরনো গ্রাম।

তবে তখন জনবসতি অনেক কম ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়েছে মানুষের আনাগোনা। শোনা যায়, ব্রিটিশ আমলে মরা মোহনা (ক্যানেল) কাটা হয়, যার জল চাষের কাজে ব্যবহৃত হত। আর পাঁচটা গ্রামের মতোই পীরগঞ্জ নিঃস্তরঙ্গ, যেখানে নিস্তব্ধভাবে কাজ করে চলেছেন অসংখ্য প্রান্তিক মানুষ। পাশে বহমান নদী। ধীবরেরা তাঁদের প্রধান জীবীকা হিসেবে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত।

১৯৪৮-এর আগে, চাঁচলের রাজার আমলে দিঘি, পুকুর, নদীর মাছ রাজার লোকেরাই ধরতো। মূলত তারা এই ধীবরদের এই কাজে ব্যবহার করত। ১৯৪৯-এ ধীবরেরা জোট বেঁধে গড়ে তুললেন সমবায় সমিতি। তবে তা শুধু সোসাইটি রেজিস্ট্রিকরণের কাজটুকুই হয়েছিল। তাই বা কম কী! ১৯৫৫ থেকে মানুষ আরও সচেতন হতে শুরু করলেন এবং এই সমিতিতে যোগদান করলেন। ১৯৬৫-তে সত্যি সত্যিই সমবায় সমিতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হল। তখনও পর্যন্ত রাজার লোক ট্যাক্স আদায়ে আসতেন। বড় বড় আড়তদার বা একটু ধনী ব্যবসায়ীরা তখনও পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করতেন। আর মজুরের কাজ পেতেন ধীবরেরা। তাই ধনী ব্যবসায়ীরা ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠলেন। কিন্তু ধীবরেরা যে কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন, তার কোনও পরিবর্তন হল না

সেটা ছিল ১৯৭৭। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলো বামফ্রন্ট সরকার। সরকার ধীবর সমবায় সমিতিগুলি যাদের রেজিস্ট্রিকরণ ছিল, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। ৩০-৪০ এর দশকে চাঁচলের রাজার থেকে ১৯৪৯-এ ধীবর সমবায় সমিতি আর ৭০-এর দশকের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে আজকের পীরগঞ্জ এক সুদীর্ঘ যাত্রাপথ। স্মৃতি শুধু স্মৃতি। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের স্মৃতি। এর কোনও লিখিত ইতিহাস নেই। এলাকার প্রবীণ মানুষদের কথায়, পীরগঞ্জের বাইরে যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তার আঁচ তেমনি এখানে পড়েছে। তবে এই সব উপেক্ষিত জনবসতি তাদের নিজের তাগিদে যেভাবে বদলায় আর কি! এখন রাস্তা হয়েছে, অফিস হয়েছে।

এখানে মাছের মরসুম বারো মাসের নয়। তাই পুরুষ, মহিলা, এমনকী শিশুরাও বেছে নেয় অনেক ধরনের কাজ। তা কখনও ফসল ঝাড়াই, কখনওবা ইটভাঁটার কাজ। নদীর গভীরতা কমে আসার জন্য, অন্য দশটা